মন খারাপ আমাদের ধর্মনগরের

---বিজন দেব/নাগরিক সমাজ
৯৮৬৩৬৭৯৯২২

মন খারাপ আমাদের সবার প্রিয় ছোট্ট শহর ধর্মনগরের। সন্ধ্যার পর কান পাতলেই তার দুঃখি দুঃখি দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া যায় কালী দিঘীর চারপাশে। এর নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতার পাথর যেন বুকে চেপে থাকে সাররাত।

আর মন খারাপ হবে নাই বা কেন! চোখের সামনে কিলবিল করে বেড়ে উঠা সেইসব উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা হটাৎ যেন কবে ,কোথায় না বলেকয়ে চলে গেছে সবাই। আর যারা রইল তারাও যেন একটু দলছুট, নিঝুম ও আটোসাটো। ঠিক তারই মতো একসময় যাদের দিঘীর পাড়ের রেলিং ধরে কারনে অকারনে হাসির ফোয়ারায় ছুয়ে যেত তার হৃদয়, আজ তারাই দল বেঁধে ম্যাকডোলান্ড, কে এফ সি, কিংবা বিগবাজারে- সবার খবরই রাখে আমাদের এই দুঃখি শহর। কিন্তু সে জানে তার কিচ্ছু করার নেই। দুঃখি মায়ের মতো শুধু ঘনঘন শ্বাস পড়ে তার আর মনে মনে ভাসতে থাকে তার শরীরে লেপ্টে থাকা সেই ছেলেমেয়েদের অনাবিল আনন্দের রেশ, যারা কৈশোরের সমস্ত গোপন ও একান্ত সব কথা খোলে বলত তাকে। আর কোন মনখারাপ কিশোরকে জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখত বড় দিঘীর কোন পাড়ে আর হাওয়ার পর হাওয়ায় ঠিক করে দিত তার মন খারাপ সকল অসুখ।

আমাদের প্রানের শহর ধর্মনগরের বেজায় মন খারাপ।সে জানে মানুষ তো আর চিরদিন একজায়গায় থেমে থাকেনা। চলতে থাকার নামই তো হচ্ছে জীবন। তার মনে একটুকু হিংসেও নেই পুনে, মুম্বাই ,কলকাতা, দেরাদুন, ব্যাঙ্গালোর কিংবা গৌহাটির, প্রতি। আলো ঝলমল রাত কিংবা হাজারো স্বপ্নের হাতছানির এইসব শহর কি কেউ তারমত এতবড় একটা দিঘীকে একদম হৃদয়ে জায়গা করে দিতে পেরেছে! গলা ধরে আসে তারা, সবাই কে তো যেতেই হবে একদিন , তাইবলে এভাবে ? শিকড়- বাকড় উপড়ে ফেলে সবকিছু ভূলে! মাঝেমধ্যে ছুটিতে বেড়াতে আসা তাদেরকে অদ্ভূত ভাবে দেখে এই শহর। কেমন যেন অচেনা, পাল্টেযাওয়া সব চেহারা, কোথায় সেই আগের প্রাণখোলা হাসি! এ যেন কোনো পর্যটকের শীতের শহরে বেড়াতে আসার মতো। দায়হীন ও প্রাণহীন । এত তাড়াতাড়ি ভূলে যাওয়া যায় পুরোনো শহরের স্মৃতি ?

আমার শহর জানে আরো অনেক শহরের কথা। কোথায় কোন শহরে যেন প্রত্যেক বছর পূজোয় ঘরে ফেরা প্রবাসী, সন্তানদের সহায়তায় গড়ে ওঠে কোনো দাতব্য সংস্থা কিংবা কোনো গরীব কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে জমায়েত হন অনেকেই। শিকড়ের টানে ফিরে আসা মানুষদের গল্প উচাটন করে আমাদের। সে জানে সে বড় নিস্ব,অভাগী ও নিঃসঙ্গ। শিকড় উপড়ে ফেলার যন্ত্রনা বুকে নিয়ে এই শহর তবুও মাঝেমধ্যে স্বপ্নে বিভোর হয় পথচেয়ে, যদি কেউ ভূল পথে ফিরে আসে হটাৎ! আমার এই শহরের সাথে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় এখানে-ওখানে। তার দুঃখের কথা চুপ করে শুনি। আর মাঝে মধ্যে ভেতরে-ভেতরে হাসি। কিছুকথা লুকিয়ে রাখি। সবকথা বলব বলেও চুপচাপ থাকি। কিন্তু আর নয়, এইবার হয়তো বলে দিতেই হবে সব কিছু। হয়ত কেউ কেউ ভূলপথে ফিরে আসার আসায় অপেক্ষায় দাড়িয়ে ভাবছে তোমার কথা- হে আমার প্রিয় শহর, সবে তো আর ভূলে যায়নি তোমার উত্তাপ, তোমার উষ্ণতা। শিকড়ের উপড়ানোর যন্ত্রনা শুধু তোমার একার নয়, -আরো কেউ কেউ তা টের পায় দূরের পাহাড়ী শহরের শীতলতার ঘোরপাকে বসে। কালই আমি তোমায় বলে দেব এরা কারা, এদের নাম। দোহাই ঈশ্বর, আজ একটুকু তো হাসো হে আমার প্রানের শহর- ধর্মনগর।।